brac

এপ্রিল-জুন ২০২১ সংখ্যা

প্রান্তজন

হাওরে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয়সাশ্রয়ীতা ও ইমপ্যাক্ট স্টাডি এবং পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

প্রাপ্ত ফলাফলের কার্যকরী প্রয়োগের পরামর্শ

সম্প্রতি ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিপি) কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির মাঠপর্যায়ের প্রতিফলন পর্যালোচনা শেষে, একটি বিজনেস কনসাল্টিং ফার্ম- লাইটক্যাসেল পার্টনারস্ মাঠভিত্তিক ইমপ্যাক্ট স্টাডি পরিচালনা শেষে প্রাপ্ত ফলাফল অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করে। ২০শে এপ্রিল ২০২১, মঙ্গলবার আয়োজিত 'ইমপ্যাক্ট স্টাডি এবং হাওরে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয়সাশ্রয়ীতা পর্যালোচনা ' শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভাটির ফলাফল পর্যালোচনায় অংশ নেন ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির জৈষ্ঠ্য পরিচালক, পরিচালক ও কর্মসূচি প্রধানসহ বিভিন্ন কর্মসূচির গণ্যমান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। আসিফ সালেহ্, নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক এ সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইভদাদ আহমেদ খান মজলিস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, লাইটক্যাসেল পার্টনারস্ এবং ড. প্রফেসর মো. আবুল কাশেম, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাপ্ত ফলাফলের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন।

সভায় আয়োজক কর্মসূচির পক্ষ থেকে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান আন্না মিন্জ, পরিচালক, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি, ব্র্যাক। কেএএম মোর্শেদ, ঊর্ধ্বতন পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেঞ্জ (এএসসি), মাইগ্রেশন, পার্টনারশিপ স্ট্রেংদেনিং ইউনিট (পিএসইউ) এবং টেকনোলজি কর্মসূচি, ব্র্যাক-এই অনলাইন সভার সঞ্চালনা করেন।

শামেরান আবেদ, ঊর্ধ্বতন পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স ও আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম, ব্র্যাক অনলাইন সভায় বলেন,'তুলনামূলক বিচারে আইডিপি তার কর্মএলাকায় প্রান্তিক মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছে। বলা বাহুল্য, একই এলাকায় ব্র্যাকের একাধিক সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হলে, কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক জীবনমান উন্নীত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।'

আসিফ সালেহ্, নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক আইডিপি-র অনলাইন মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্য প্রদানের সময় বলেন, 'সময়ের পরিক্রমায় আইডিপি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। এটি ব্যয়সাশ্রয়ী উপায়ে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক মানুষকে ব্র্যাকের সেবার আওতায় নিয়ে এসেছে। আমরা সমন্বিত উপায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পেয়েছি।' তিনি আরও বলেন,'দুর্গম এলাকায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের উপায় ও সম্ভাবনা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কাজ করা যেতে পারে।' এ বিষয়ে তিনি জানান, ব্র্যাক সম্প্রতি গ্রামীনফোনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাওরে কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

তিনি আইডিপি-র ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় দুর্গম হাওরাঞ্চলের জনগণের জীবনমান ব্যয়সাশ্রয়ী উপায়ে পরিবর্তনে প্রাপ্ত শিখনসমূহ নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী এবং অন্যান্য সমমনা সংগঠনের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একত্রে কাজ করার পরামর্শ দেন।

গবেষণা পরিচালনাকারী দল তাদের প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশসমূহ সকলের সামনে উপস্থাপন করে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গও ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রোগ্রামের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক উদ্যোগ সমূহকে হাওরের উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে একীভূতকরণ, হাওর থেকে দক্ষ শ্রমিক বিদেশে প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচকবৃন্দ মতামত দেন।

সম্পাদকীয়

বৈশ্বিক ও জাতীয় সংকট মোকাবিলায় ব্র্যাকের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিপি)। কোভিড পরিস্থিতিতে বিকল্প পদ্ধতিতে ছোটোদলে সৃজনশীল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, মাঠকর্মীদের মাধ্যমে জনজীবনের ঝঞ্ঝঞ্ঝজন্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দুর্গম হাওর অঞ্চল ও আদিবাসী এলাকার কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আইডিপি। এতে করে পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যরাও।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে আইডিপি তাই হাতে নিয়েছে 'ডিজিটাল লার্নিং ভিডিও ম্যাটেরিয়াল' তৈরির কার্যক্রম। এর ফলে ছোটোদলে কার্যকরী উপায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া এবং আলোচনা করা সম্ভব হয়। মাঠকর্মীবৃন্দ ট্যাবলেট কম্পিউটারে ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজিটাল উপকরণ কর্মসূচির গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) এবং গ্রাম সংগঠন (ভিও) সদস্যদের দেখাবেন, ভিডিও দেখানোর আগে ও পরে তাদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়াও, ব্র্যাকের অন্যান্য ভিডিওসহ আইডিপি-র ডিজিটাল লার্নিং উপকরণ মাল্টিমিডিয়া মোবাইল আছেন এমন সদস্যদের মোবাইল ফোনে দিয়ে দেওয়া হবে, যেন তারা পরিবারের সদস্য ও বন্ধু বান্ধবদেরও দেখাতে পারেন, শিখনের প্রসার ঘটাতে পারেন। কোভিড-১৯ বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে আইডিপির টেলিমেডিসিন সেবা চলমান রয়েছে। কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীগণ 'ডিজিটাল মোবাইল মানি' সেবা বিকাশ ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়মিত সঞ্চয় জমা করছেন। সম্পাদন করছেন অন্যান্য আর্থিক লেনদেন।

এরকম নতুন সৃজনশীল আর কার্যকরী নানা উদ্যোগ নিয়ে নতুন বছর শুরু করেছে ব্র্যাক আইডিপি। ব্র্যাকের বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে মিল রেখে চলতি ত্রৈমাসিকে এসে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার নবায়ন সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনায় সমন্বয় সাধন এর অন্যতম অংশ।

প্রতিবছরের মতো এবছরও কমিউনিটির চাহিদার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার বিবেচনায় বিশেষায়িত কার্যক্রমই হাতে নেওয়া হয়েছে, যা কার্যকরী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। এ কাজে হাতিয়ার হয়ে সঙ্গে আছেন বিদ্যমান হাওর, আদিবাসী প্রকল্প ও চরের ১৬টি উপজেলার কর্মীবৃন্দ। তারাই আইডিপি-র ফ্রন্টলাইনারস।

অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে কমিউনিটির চাহিদা মোতাবেক সৃজনশীল উপায়ে অতি প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়ার মাধ্যমে আইডিপি এগিয়ে চলবে সুন্দর আগামীর দিকে।

ছবির গল্প

সম্প্রতি শ্যাম সুন্দর সাহা, প্রোগ্রাম হেড, আইডিপি, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার-অপারেশন সহযোগে আইডিপির নতুন কর্মএলাকা কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলা এবং একই জেলার ইটনা উপজেলা পরিদর্শনে যান। ১৫-১৭ই জুন ২০২১-এ অনুষ্ঠিত এই পরিদর্শনে তিনি কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয় সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

আইডিপি-র সৃজনী উদ্যোগ

হাওরের বোরো কৃষকের জন্যে আইডিপি-র বিশেষ ক্যাম্পেইন

- ক্যাম্পেইনের আওতায় চার জেলার সাতটি হাওর উপজেলা
- শাইখ সিরাজের অডিও বার্তা, কুদ্দুস বয়াতি ও মমতাজের গাওয়া ২টি কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক গান, ১টি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বিষয়ক সচেতনতামূলক অডিও বার্তা
- প্রায় ৪, ৮৯,০০০ জন কমিউনিটি মানুষের কাছে শাইখ সিরাজের অডিও বার্তার প্রচার
- ৩টি বাজার এলাকায় কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার
- চাল বিক্রেতাদের মাঝে ১০০টি বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ
- ৯১টি হ্যান্ড ওয়াশ বুথ স্থাপন ও ৬৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক তাপমাত্রা পরিমাপের মাধ্যমে সর্বমোট ৭৯,৯৬৭ জন বোরো কৃষককে (২৭,৯৮২ জন নারী, ৫১,৯৯৪ জন পুরুষ) কোভিড-১৯ সতর্কতামূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

মো.নাহিদ হাসান খান, এসিল্যান্ড, খালিয়াজুরি, নেত্রকোনায় আইডিপি-র বোরো কৃষকের জন্যে আয়োজিত ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী পর্বে যোগ দেন। তিনি বলেন- 'ব্র্যাক কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রশমিত করতে সরকারের সহযোগী হিসেবে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বোরো কৃষকদের জন্যে আয়োজিত ক্যাম্পেইনটি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ধান কাটতে ও খেতের পাশেই সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।'

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বোরো ধানের ফলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বাংলাদেশের হাওরাঞ্চল দেশের মোট উৎপাদিত ধানের চাহিদার ২০ শতাংশ পূরণ করে। প্রতিবছর এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোরো ধান কাটতে তাই বাংলাদেশের নানা জেলা থেকে হাওর অঞ্চলে হাজির হয় সহস্রাধিক ধান কাটার শ্রমিক। ধান কাটা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, চাল উৎপাদন ও বিক্রয়-বিভিন্ন পর্যায়ে নারী ও পুরুষসহ স্থানীয় কৃষক ও দিনমজুর পেশার মানুষেরা অংশ নেন। ফলে এসময় এসব অঞ্চলে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই নদীর ধারে, ধানখেতের পাশে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঠে অস্থায়ী আবাসনে থাকা বোরো কৃষকদের জন্যে গতবছরের ন্যায় একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। কিশোরগঞ্জের ইটনা ও মিঠামইন উপজেলা, নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলা, সুনামগঞ্জের দিরাই ও শাল্লা এবং হবিগঞ্জের বানিয়াচং ও আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় ক্যাম্পেইনটি পরিচালিত হয়।

'এনশিওরিং বোরো ক্রপ সিকিউরিটি অ্যান্ড হেলথ সেফটি অফ হারভেস্টার ইন বাংলাদেশ ২০২১' শীর্ষক ক্যাম্পেইনটির অধীনে বোরো কৃষকদের তাপমাত্রা পরিমাপ, অডিও মাইকিংয়ের মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিষয়ক জরুরি তথ্যসেবা প্রদান, ধানখেতের পাশেই অডিও প্রচারের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান, চাল ক্রেতা-বিক্রেতাদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ, বাজারগামী মানুষের কাছে কোভিড-১৯ তথ্য প্রদান, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার ধানের চাতালের শ্রমিক জয় তারা (৪৮) বলেন, 'কাজ করতে করতে অনেক সময় আমরা হাত ধোয়ার কথা ভুলে যাই। ধানখেতে তো এসবের ব্যবস্থাও নেই। এখন চোখের সামনে সাবান-পানির সুন্দর বন্দোবস্ত থাকায়, আমি ঘন ঘন হাত ধুতে পারছি।'

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট আপডেট ২০২১

মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৭ই জুন সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১ অনুযায়ী মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে অনুষ্ঠিত এই সভায় অংশগ্রহণ করেন আন্না মিন্‌জ, পরিচালক, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি, ব্র্যাক। শ্যাম সুন্দর সাহা, কর্মসূচি প্রধান, আইডিপি সভায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। সভায় আইডিপি-র আপডেটেড কন্টিজেন্সি প্ল্যান অনুযায়ী মাঠের সর্বশেষ অর্জনসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।উক্ত আলোচনায় সঞ্চালক সীমিত আকারে ছোটোদলে কিন্তু কার্যকরী উপায়ে লক্ষ্য অর্জনের ওপর জোর দেন।

ব্র্যাক স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট(এসপিএ-৩) কর্মপরিকল্পনা, নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

ব্র্যাকের কৌশলগত নির্দেশনা অনুযায়ী ১৩ই জুন ২০২১, রবিবার ব্র্যাক স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (এসপিএ) - ৩ আলোচনা ও আইডিপি-র বিভিন্ন কম্পোনেন্টের নির্দেশক স্থির করার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আবু হানিফ, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার আইডিপি বলেন, 'নতুন লক্ষ্য অর্জনে এবারে আইডিপি দুর্গম চরাঞ্চলের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাছাই করা কিছু উপজেলার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগামের কিছু কিছু এলাকায় কার্যক্রম শুরু করবে।'

সিএফআরসি প্রকল্প

মাঠ পর্যায়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণের গতি প্রশমিত করতে এবং বিদ্যমান স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতে শুরু হয়েছে কমিউনিটি ফোর্ট ফর রেজিস্টিং কোভিড- ১৯ (সিএফআরপি) প্রকল্প। ব্র্যাক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির নেতৃত্বে পরিচালিত এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৪৫টি জেলায় কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এরমধ্যে আইডিপি কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জের বিদ্যমান চারটি হাওর উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল মে-আগস্ট ২০২১। অপর দিকে 'ইন্ডিজেনাস প্রকল্প' এবং 'চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্যাটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি)' পরিচালিত উপজেলায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্যগণ পুনরায় ব্যবহারযোগ্য মাস্ক বিতরণের কাজ করবেন। হাওরে এরই মধ্যে কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। ব্র্যাক ছাড়াও সমমনা উন্নয়ন সংগঠনসমূহ এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। যারা আনুমানিক ৭৭ মিলিয়ন মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে গড়ে তুলবেন সামাজিক দুর্গ।

শক্তি প্রজেক্ট

আইডিপি-র কর্মএলাকায় পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু হতে চলেছে ব্র্যাক সোশাল ইনোভেশনের সার্বিক সহযোগিতায় 'ব্র্যাক শক্তি প্রজেক্ট।' এই পাইলটিং প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিকাশ ওয়ালেট ব্যবহারকারী নারীদের মধ্যে 'অগ্রসর বিকাশ ব্যবহারকারী' গড়ে তোলা হবে। যা পাশাপাশি গণমানুষের কল্যাণে ব্র্যাকের অন্যান্য সেবা প্রসারেও ভূমিকা রাখবে। পাইলটিংয়ের ছয় মাস ৫,০০০ নারী অংশগ্রহণকারীদের ৩৩ জন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার (পিও)র মাধ্যমে সেবা আওতায় আনা হবে। এক জন পিও সর্বমোট ১৫০ জন প্রায় বিকাশ ব্যবহারকারীকে অগ্রগামী বিকাশ ব্যবহারকারী হিসেবে গড়ে তুলবেন।

অভিযান (ডিজিটাল উপজেলা)

ব্র্যাক সোশ্যাল ইনোভেশন ল্যাব, গ্রামীনফোন এবং ডিজিটাল এমপাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডিইএফ), ভারত-এর সহযোগিতায় আইডিপি কর্মএলাকায় শুরু হবে পাইলটিং প্রকল্প 'ডিজিটাল উপজেলা অভিযান'। এর আওতায় দুর্গম হাওর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে লক্ষ্যে ডিজিটালাইজেশনের কাঠামোগত উন্নয়নে প্রকল্পটি অংশগ্রহকারীদের সহযোগিতা করবে। এ প্রকল্পের আওতায়, কমিউনিটির চাহিদা মাফিক প্রদেয় ব্র্যাকের সেবাসমূহের শতভাগ ডিজিটাইজেশন করা হবে। প্রাথমিক প্রস্তাবনায় আইডিপি-র কর্ম এলাকার দুইটি হাওর উপজেলায় এই প্রকল্পটি পাইলটিং আকারে বাস্তবায়িত হবে। পরবর্তীতে প্রাপ্ত শিখন কাজে লাগিয়ে অন্যান্য হাওর উপজেলায় প্রকল্পটি সম্প্রসারিত হবে।

শিবের হাটি গ্রামের অঞ্জলি রানী এখন সুখী

অঞ্জলি রানী বলেন 'বাজারে বর্তমানে আমার গরুর মুল্য প্রায় ৩৫,০০০ টাকা। ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। তাই আমি ভালোভাবে গরুটির লালনপালন করছি। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ইচ্ছা বাচ্চাদের শিক্ষিত করব তাদের যেন আমার মতো কষ্ট করতে না হয়। আমরা বাড়িতে এখন সবজি বাগান করছি, নিয়মিত সঞ্চয় জমা করছি। বর্তমানে আমরা শান্তিতে দুবেলা দুমুঠো খাবার খেতে পারি এবং সুখেই আছি।'

জীবনের প্রথম দিকের গল্পবলতে গিয়ে তিনি বলেন-'আমার প্রথম সন্তানের তখন মাত্র ৫ মাস বয়স, তাকে রেখে আমি মাঠে দিনমজুরির কাজ করতাম। একটু পর পর বাড়ি এসে সন্তানকে দুধপান করানো লাগত। তাই তখন কেউ আমাকে কাজে নিতে চাইত না।' একথা বলতে বলতেই অঞ্জলি রানীর চোখ জলে ভিজে যায়। হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামের বাসিন্দা অঞ্জলি রানী দাস। অতিদরিদ্র জীবন থেকে নিজেকে উন্নীত করেছেন। সামান্য সহযোগিতা নিয়েই তিনি তা সম্ভব করে তুলেছেন। এখন সুখে দিন কাটছে অঞ্জলির। তার স্বামী-কানু দাস,তারা থাকেন পাহাড়পুর শিবের হাটিতে। দরিদ্র পরিবারের মেয়ে পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু অভাবের কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। বৈশাখ মাসে (হাওরে ধান কাটার মৌসুম) ধান কুড়িয়ে আর মায়ের সাথে কাজ করেই কেটেছে তার কিশোরীকাল। বিয়ের পরও দেখলেন, অভাব আর অর্থকষ্ট থেকে তার মুক্তি হয়নি।

অভাবের সংসার। স্বামী কানু দাস দিনমজুর–অন্যের জমিতে, কখনও হাঁসের খামারে মৌসুমি কাজ করে সংসার চালাতেন। বিয়ের ছয় মাস পরে, আলাদা সংসার শুরু করেন ঐ এলাকার সুনিল দাসের ছাপড়া ঘরে। তখন থেকে স্বামীর সাথে তিনিও দিনমজুরের কাজ শুরু করলেন। অঞ্জলি আর কানুর আজ ৪ জনের সংসার। আগে নিজেদের কোনো সম্পদ ছিল না। ২০২০ সালে ব্র্যাক আইডিপি-র জরিপে অতিদরিদ্র খানায় তালিকাভুক্ত হন। গরু পালনের প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা বকনা গরু সম্পদ হিসেবে পান। তার নিজের একটা গরু হবে, জীবনে তিনি এর আগে ভাবতেই পারেননি। এই সম্পদটি হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে, স্রোতের মতো সুখের ভাবনা ভিড় করতে লাগল তার মনে। আরও ভালোভাবে কীভাবে সংসার গোছাবেন, সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন, আরও কতো ভাবনা! প্রোগ্রাম অর্গানাইজার ভাইয়ের পরামর্শে, উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় কাজে লাগিয়ে হাঁস/মুরগি পালন শুরু করেন। ৬ মাসের জন্য ১,০০০ হাঁসের বাচ্চা নিয়ে শুরু করলেন হাঁসের খামার। প্রথম চালানের লাভের টাকা দিয়ে প্রথমে ৫ শতক জমি কিনলেন। জমানো টাকা ও আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় একটা ঘর তুললেন। দয়া করে থাকতে দেওয়া ছাপড়া ঘর ছেড়ে এবার নিজের ঘরে থাকা সম্ভব হলো। নিজের ঘরের পাশেই যেদিন স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটটি তৈরি হলো, সেদিন অঞ্জলির হাসি আর ধরে না !

ভিডিও মিটিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়া তার জন্যে বেশি লাভজনক হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার ও নিরাপদ পানিপানের পরামর্শ, পুষ্টি পরামর্শের পাশাপাশি এখান পাচ্ছেন করোনাভাইরাস থেকে বাঁচার নানা পরামর্শ।

সুমন চন্দ্র দে
সেক্টর স্পেশালিস্ট-ইউপিজি আইডিপি
আজমিরীগঞ্জ উপজেলা, হবিগঞ্জ জেলা

সাহসী নেতা সাবিনা মালো গণমানুষের অধিকার আদায়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী

সাবিনা মালো বলেন, 'এসবই ব্র্যাক আইডিপি আদিবাসী প্রকল্পের কারণে সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকব নারী নির্যাতন ও আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে যাব।'

২০১৫ সালে স্থানীয় বাঙালি খৈবুর রহমান জলপায়তুলি গ্রামের আদিবাসী নারী রেনু মালো ও মালঞ্চী মালোর কাছ থেকে জমি লিজ দেওয়ার কথা বলে ১৮,০০০(আঠারো হাজার) নেন, কিন্তু পরে জমি না দিয়ে অস্বীকার করতে থাকে। সাবিনা মালো বিষয়টি নিয়ে থানা পুলিশের সাথে বসে সেই ১৮,০০০ টাকা (আঠারো হাজার টাকা) ২০১৭ সালে উদ্ধার করে দেন।

ব্র্যাক আইডিপি আদিবাসী প্রকল্পের সাহসী ও সংগ্রামী নেত্রী সাবিনা মালো। পাঁচবিবি উপজেলার জলপায় তুলি গ্রামে যখন তিনি বউ হয়ে আসেন, তখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর। ২০১৩ সাল থেকে তিনি ব্র্যাক আইডিপি আদিবাসী প্রকল্পের একজন সক্রিয় ভিডিও সদস্য হন। সেই থেকে তিনি এখনো আছেন 'আইডিপি ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্ট'-এর সঙ্গে।

তিনি ব্র্যাক আইডিপি আদিবাসী প্রকল্পের নেতৃত্ব উন্নয়ন, জেন্ডার প্রশিক্ষণ ও ডায়ালগ সভায় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া প্রকল্পের ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন এবং সক্রিয় অংশহগ্রহণের মাধ্যমে সেবা সম্পদ প্রাপ্তিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছেন। কিশোরী বয়স থেকে সমাজসেবা করার কাজে যুক্ত হন সাবিনা মালো। বিয়ের পরেও থেমে যাননি, নারীদের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। আদিবাসী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৪ সালের বালিঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ইউপি সদস্য হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে গড়ে তোলেন নেপাক্রিক মহিলা সমবায় সমিতি।

সাবিনা মালো সরকারের উপজেলা প্রশাসনের প্রতিটি দপ্তরে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা, বিশেষ করে সমাজসেবা অফিস, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, থানা প্রশাসন এবং উপজেলা ভূমি কমিটির একজন সদস্য হিসেবে আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। এখানেই শেষ নয়। সাবিনা মালোর আদিবাসীদের বেদখল হওয়া জমি পুনরায় দখলে এনে দেওয়া, বিয়ে নিয়ে দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাথে যোগাযোগ করা এবং মীমাংসা করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এলাকার বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে আদিবাসী সমাজে তার বেশ সুনাম আছে।

সুগ্রীব কুমার সরদার
উর্দ্ধতন জেলা ব্যবস্থাপক, আইডিপি আদিবাসী প্রকল্প
আঞ্চলিক অফিস, জয়পুরহাট

করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষা পেতে এই বিষয়গুলো মেনে চলুন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এই রোগ ছড়াতে পারে। শুধুমাত্র মাস্ক পরে আমরা হাঁচি-কাশির তরলকণা বা ড্রপলেট থেকে এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে পারি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা যেভাবে রূপ বদলাচ্ছে, তাতে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জোড়া মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

দেখে নিই, কীভাবে জোড়া মাস্ক পরতে হয়

- প্রথমে একটি সার্জিক্যাল মাস্ক পরুন।
- তার ওপরে দুই বা তিন স্তরের কাপড়ের মাস্ক পরুন।
- কখনই একই ধরনের দুটো মাস্ক পরবেন না।
- পরপর দু'দিন একই মাস্ক পরবেন না।

দুটি মাস্ক পরলে ওপরের মাস্কটি নিচের মাস্কের অরক্ষিত অঞ্চল ঢেকে রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, সঠিক নিয়মে জোড়া মাস্ক পরলে করোভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৯৫ ভাগ কমে যায়।

ডাক্তারভাই
১৬৬৪৩

করোনাভাইরাসের বর্তমান ধরনগুলো উচ্চমাত্রায় সংক্রামক। তাই লক্ষণ দেখা দিলে তা সাধারণ জ্বর-কাশি ভেবে অবহেলা না করে দ্রুত পরীক্ষা করান এবং **'ডাক্তারভাই'**-এর কাছে ফোন করে পরামর্শ নিন। করোনার লক্ষণ দেখা দিলে অফিসে আসা থেকে বিরত থাকুন। অবস্থার অবনতি হলে অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিন।

অফিসে ব্র্যাককর্মীর পাশাপাশি অতিথিদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক।

অফিসে ঢোকার সময় সকলে হাত জীবাণুমুক্ত করে নিন।

সকল অফিস পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখুন।

ডাইনিংয়ে খাবার সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বসুন।

লোকসমাগম এড়িয়ে চলুন। জোড়া মাস্ক পরার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব মেনে চলুন। বাইরে থাকা অবস্থায় কিছুক্ষণ পর পর সাবান অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করুন। অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করবেন না।। বাইরে থেকে ফিরেই সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন এবং পরনের কাপড়-চোপড় সাবান দিয়ে ২০ মিনিট ভিজিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

**ভাইরাসের যে কোনো ধরনের বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা হলো মাস্ক ও স্বাস্থ্যবিধি।
ভয় পেয়ে নয়, আমরা সকলে একসঙ্গে নিয়ম মেনে করোনাকে রুখে দিতে পারি।**

ছবির গল্প

'আইডিপি ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্ট'এর আওতায় কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালিত হচ্ছে দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলায়। স্থানীয় আদিবাসীদের বোঝার সুবিধার্থে তাদের নিজস্ব ভাষায় সচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করা হচ্ছে।
ছবি: নির্মল কেরকাটা, উর্দ্ধতন জেলা ব্যবস্থাপক, আইডিপি আদিবাসী প্রকল্প
দিনাজপুর ও নঁওগা জেলা

ক্ষুদ্রঋণে স্বাস্থ্যসেবিকা নিভা রানীর সাফল্য

এখন নিভা রানীর প্রায় ১,০০০ হাঁস আছে। যার আনুমানিক পাইকারীবাজার মূল্য গড়ে ৩০০,০০০ টাকা।এছাড়াও তার ওষুধের দোকানে প্রতিদিন প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার টাকার ওষুধ বিক্রি হয়। একা হাতে এতো কাজ নিভার পক্ষে সামলানো কঠিন। তাই পরিবারের সকল সদস্য তাকে এই কাজে নিয়মিত সহযোগিতা করে।

নিভা রানী সরকারের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলার পাতরা হিন্দু হাটিতে। তার স্বামী দিলীপ সরকার পেশায় দিনমজুর। তিন বেলা দুমুঠো আহার জোগানের সার্মথ্য ছিল না। পরিবারে আছে তিনজন সন্তান। তিন সন্তান ও স্বামী নিয়ে নিভার সংসারের অভাব ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ত না।
২০১৫ সালে ব্র্যাক লেপসিয়া এলাকা উন্নয়ন অফিস থেকে পাতরা গ্রামে ভিডিও মিটিংয়ের মাধ্যমে ব্র্যাক ঋণ কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কর্মসূচি সংগঠক এর কাছ থেকে ইতিবাচক বিষয়গুলো জেনে নিভা রানী ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামে ক্ষুদ্র ব্যবসা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর আগে নিভা রানীওষুধ ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ভিডিআরএমপি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।

গ্রাম সংগঠন (ভিও) সদস্য নিভা রানী ব্র্যাক লেপসিয়া অফিস থেকে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে ১৫,০০০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকা নিয়ে নিভা রানী তার ওষুধের দোকানটি আরও বড়ো করেন। এই ঋণ পরিশোধ করার পর তিনি আবার ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি ৫০০ হাঁসের বাচ্চা কেনেন এবং সেগুলো তিনি ১২৫,০০০ টাকায় স্থানীয় পাইকারি বাজারে বিক্রি করেন। এখান থেকে তার ৭৫,০০০ টাকা লাভ হয়। কোভিড-১৯ মহামারির সময়েও তার ফার্মেসি চালু থাকায়, পরিবারের ওপর নেতিবাচক কোনো প্রভাব পড়েনি। বরং তার এলাকার মানুষের অনেক উপকার হয়েছে, ওষুধ বিক্রয় করে তিনি সবার সেবা দিতে পারছেন। সময়ের পরিক্রমায় ব্র্যাক লেপসিয়া এলাকা উন্নয়ন অফিস তাকে স্বাস্থ্যসেবিকা হিসেবে নিয়োগ দেয়। ফলে কোভিড মহামারি মোকাবিলায় তিনি একজন ফ্রন্টলাইনার হিসেবে বর্তমানে আইডিপির অংশগ্রহণকারীদের সরাসরি সেবা প্রদান করতে পারছেন।

ফলশ্রুতিতে এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। সমাজের জন্যে তিনি একজন আলোকিত ও অনুসরণীয় মানুষ। আইডিপির স্বাস্থ্যসেবিকা নিভা রানী এখন সেলাই, ওষুধ বিক্রি, হাঁসপালন এবং স্বাস্থ্যসেবিকার কাজ করে, স্বচছলভাবে দিন অতিবাহিত করছেন। পরিবারের আর্থিক চাহিদার সমন্বয় করে নিয়মিত সঞ্চয়ও করছেন। স্বপ্ন দেখছেন, নিজের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার ।

মোঃ কাইয়ুম ইসলাম, কর্মসূচি সংগঠক
বিদেশ বিশ্বাস, এলাকা উন্নয়ন সমন্বয়কারী
লেপসিয়া, খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা

প্রান্তজন সম্পাদনা পরিষদ উপদেষ্টা: আন্না মিন্জ
সার্বিক সহযোগিতায়: মো. শাহিদুর রহমান ও
শ্যাম সুন্দর সাহা
সম্পাদনা সহযোগিতায়: তাজনীন সুলতানা, কমিউনিকেশনস্
সম্পাদক: খালেদা আক্তার লাবনী

লেখা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যোগাযোগ:
প্রান্তজন
আইডিপি কমিউনিকেশনস - ব্র্যাক
ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৮১২৬৫ (এক্স: ৩৭৮২)
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ২২২২৬৩৫৪২

ইমেল: idp.info@brac.net
ভিজিট করুন: www.brac.net/idp
Follow us:
/BRACworld